জি২০ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

আর কয়েক দিনের মধ্যেই নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম গ্রুপ অফ টোয়েন্টি (জি২০) শীর্ষ সম্মেলন। ২০২২-এর ডিসেম্বরে এক বছরের জন্য জি২০-র প্রেসিডেন্সি বা নেতৃত্বভার গ্রহণ করে ভারত। তারপর গত ন-দশ মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জি২০-র সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে অগুনতি বৈঠক এবং আলোচনাসভা। নয়াদিল্লির জি২০ শীর্ষ সম্মেলনকে সেই সমস্ত বৈঠক এবং আলোচনাসভার একেবারে ক্লাইম্যাক্স বলা যায়। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অথবা 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'—এটাই হতে চলেছে এবারের সম্মেলনের ফোকাল থিম। মহাবিশ্বে মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ এবং অণুজীব যে আদতে আন্তঃসংযুক্ত—ভারতের লক্ষ্য থিমটির মাধ্যমে সেই কথাটাই বিশ্বকে আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়া।

নব্বই দশকের শেষের দিকে যে আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল বিশ্ব, তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৯৯-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জি২০। লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতিগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা। বর্তমানে আমেরিকা, ব্রিটেব, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং ভারত-সহ বিশ্বের মোট ১৯টি দেশ জি২০-র সদস্য। জি২০ শীর্ষ সম্মেলন প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮-এ ওয়াশিংটন ডিসিতে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা একেবারে তুঙ্গে। প্রত্যেক জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে একত্রিত হন বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির নেতৃত্ববৃন্দ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি) নানা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা করার জন্য। গত ষোলো বছরে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বাণিজ্য থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং উন্নয়ন—আধুনিক বিশ্বের বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জি২০ শীর্ষ সম্মেলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

২০২৩-এর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন ভারতকে তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং কূটনৈতিক সক্ষমতা বিশ্বমঞ্চে প্রদর্শনের এক অনন্য সুযোগ দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। জি২০-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে, জি২০-র মঞ্চে ভারত যে বিষয়গুলিকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে সেগুলির মধ্যে চিরাচরিত অর্থনৈতিক বিষয় যেমন আছে, তেমনই আছে সুস্থায়ী উনন্নয়, পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো অত্যাধুনিক বিষয়। এবারের শীর্ষ সম্মেলন এই বিষয়গুলির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার প্রদর্শন করার সুযোগ দেবে। উপরন্তু, সম্মেলনটির ফলে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ভারতের পর্যটন শিল্প এবং পরিকাঠামোর। উজ্জ্বল হতে পারে বিশ্বের কাছে দেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তিও।

এবারের শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে সম্ভবত স্থান পাবে এমন সমস্ত বিষয় যেগুলি ভারত 'ন্যাশনাল প্রায়োরিটিজ' বলে মনে করে। একই সঙ্গে আলোচ্যসূচিতে প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা বিশ্বের নানা সমস্যা মোকাবিলায় ভারতের সম্ভাব্য ভূমিকার। ঠিক কী কী বিষয় থাকতে পারে আলোচ্যসূচিতে? প্রথমত, বিশ্ব অর্থনীতিতে সুস্থায়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার উপায়। পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায্যতার সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভারসাম্য রক্ষা করাকে ভারত জরুরি প্রয়োজন হিসাবে মনে করে। সুস্থায়ী উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনায় পরিষ্কার শক্তির স্থানান্তর, বৃত্তাকার অর্থনীতির অনুশীলন এবং সম্পদের দায়িত্বশীল ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলে, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ন্যায়সঙ্গত এবং পরিবেশগতভাবে সচেতন অর্থনীতিব্যবস্থার প্রতি তার দায়বদ্ধতা স্পষ্ট করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। প্রযুক্তিক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে বিশ্বে। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে তাই ভবিষ্যৎ গঠনে উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রচার, ডিজিটাল বিভাজন নির্মূল করা এবং সামাজিক উন্নতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার—এই বিষয়গুলি ঘিরে আলোচনাগুলি আবর্তিত হতে পারে। তার প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং দক্ষতা প্রদর্শন করে ভারত ডিজিটাল যুগের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিরও চেষ্টা করতে পারে।

তৃতীয় যে বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে স্থান পেতে পারে সেটি অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভারতে যথেষ্টই পড়েছে গত কয়েক বছরে। তাই এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যে অত্যন্ত জরুরি, সেটা স্বীকার করে ভারত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারতের পরিকল্পনা আলোচনা করার জন্য, প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যপূরণে নেওয়া পদক্ষেপ বিশ্লেষণের জন্য এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করার জন্য জি২০ শীর্ষ সম্মেলন একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম। অতএব, সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল মোকাবিলায় খরচখরচার অর্থায়ন প্রক্রিয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সহযোগিতামূলক উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলে ‘গ্লোবাল সাসটেনেবিলিটি’-র ক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে বিশ্বে যে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, তা বলাই বাহুল্য।

মহামারী আর বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য নিরাপত্তা যে আন্তঃসম্পর্কিত—কোভিড-১৯ সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাই জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে চতুর্থ বিষয় হিসাবে মহামারী সম্পর্কিত প্রস্তুতি, ভ্যাকসিন ইক্যুইটি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মতো প্রসঙ্গগুলি স্থান পেতে পারে। ওষুধ শিল্পের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে, ভারত ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং বিতরণ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়ারও প্রস্তাব করতে পারে, যাতে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসাগুলির উপলব্ধি সাধারণ মানুষের কাছে নিশ্চিত করা যায়। এই বিষয়গুলি আলোচ্যসূচিতে স্থান দিয়ে ভারতের লক্ষ্য হতে পারে বিশ্বব্যাপী সুস্থতা এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি তার অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।

আলোচ্যসূচির পঞ্চম বিষয় হতে পারে ‘ভবিষ্যতের শহর’-গুলির অর্থায়ন এবং সেগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান ইঞ্জিন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া। যদিও বিশ্বের মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ৮০ শতাংশের বেশি আসে শহর থেকে, অপরিকল্পিত এবং দ্রুত নগরায়ন সেগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে প্রায়শই। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন ২০৫০ সালের মধ্যে, এখনকার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মানুষ শহরে বাস করবেন। সেই কারণেই, শহরগুলিকে ‘আপগ্রেড’ করা, সেগুলি আরও বাসযোগ্য করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। অর্থনৈতিকভাবে কীভাবে সেটা সম্ভব—সেই সংক্রান্ত আলোচনার আদর্শ জায়গা জি২০ শীর্ষ সম্মেলন।

সব মিলিয়ে বলাই যায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩ ভারতের কাছে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি এবং কূটনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শনের। বিশ্বের বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—বিশ্বমঞ্চে ভারতের সুযোগ রয়েছে সেই ঘোষণা করারও। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং ন্যায়সঙ্গত বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে যে আগামী দিনে সমগ্র ‘গ্লোবাল সাউথ’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে, আশা করা যায়, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে সেই বার্তা বিশ্বের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে পারবে ভারত।

দেশ, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩